বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নবনির্মিত ভবন ও দেশব্যাপী ফিন্যানসিয়াল লিটারেসি কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, রবিবার, ২৫ পৌষ ১৪২৩, ০৮ জানুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নবনির্মিত ভবন ও দেশব্যাপী ফিন্যানসিয়াল লিটারেসি কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহীদ ও ২-লাখ নির্যাতিতা মা-বোনকে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

সুধী,

একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার উন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলার অন্যতম শর্ত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশে পুঁজিবাজারের অবদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে শিল্প ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের অন্যতম উৎস হিসেবে পুঁজিবাজারের সুদৃঢ় অবস্থান আমাদের একান্ত কাম্য।

আমাদের পুঁজিবাজার তথা সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত আনন্দের। প্রায় তিন বছর পূর্বে ২০১৩ সালের ২৪ নভেম্বর আমি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ভবনের আজ উদ্বোধন হলো। আমি নির্মাণ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

নিজস্ব ভবনে কমিশনের নির্বিঘ্নে কাজ করার পাশাপাশি কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা ও প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের আর্থিক খাত বিকাশের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে।

সুধী,

অর্থনৈতিক উন্নতিই দারিদ্র্য বিমোচনের মূল চালিকাশক্তি। আর্থিক খাতের অন্যতম স্তম্ভ পুঁজিবাজার বিকাশে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি।

একটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

- কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মকর্তাদের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইনি বিধান রাখা হয়েছে এবং দেশে-বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কমিশনের কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা ও বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য সুবিধা বাংলাদেশ ব্যাংকের সমমানের করা হয়েছে।
- স্টক এক্সচেঞ্জ ও তালিকাভুক্ত কোম্পানির সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- শেয়ার বাজারে লেনদেন কারচুপি ও অনিয়ম শনাক্ত করতে যথাযথ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ অব্যাহত রয়েছে।
- পুঁজিবাজার সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঢাকায় একটি স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে।

- ‘পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল’ নামে ৯০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মাঝে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য আইপিও-তে ২০% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ফিন্যানসিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট প্রণয়ন করেছি।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট) রুলস, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এরফলে তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে।
- IPO প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার জন্য আমরা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০১৫ প্রণয়ন করেছি।
- এক্সচেঞ্জ সমূহে ইন্টারনেট ভিত্তিক লেনদেন চালু করা হয়েছে। ফলে ব্রোকারেজ হাউজের নতুন শাখা স্থাপন ছাড়াই বিনিয়োগকারীগণ সহজেই লেনদেনসহ যাবতীয় তথ্য পাচ্ছেন।

সুধিমন্ডলী,

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (SEBI) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের পুঁজিবাজারে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন নতুন ইন্সট্রুমেন্ট চালু করা, অনুসন্ধান, তদারকি ও নজরদারি প্রক্রিয়ায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের বেশ কিছু কর্মকর্তা SEBI থেকে উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন।

আমাদের এসব পদক্ষেপের ফলে পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীর আস্থা বেড়েছে। বিশ্বে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার দ্রুত বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা সমুন্নত রাখতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য পুঁজিবাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকে। পাশাপাশি জনসাধারণ তথা বিনিয়োগকারীগণ তাঁদের সঞ্চয় সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের সুযোগ পান। এরফলে শিল্প ও কলকারখানা বিকাশের পাশাপাশি বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।

সুধিবৃন্দ,

জনগণের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা, সঞ্চিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারার সক্ষমতা অর্জনে ‘বিনিয়োগ শিক্ষা’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা অনেক সময় তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্য সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন না। গুজব ও ধারণার উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ করে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বিনিয়োগ শিক্ষার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। বিনিয়োগকারীগণ নিজেদের আর্থিক সামর্থ ও প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিবেচনা করে বিনিয়োগের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লাভবান হতে পারবেন।

সর্বস্তরের বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যৌক্তিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের কলা-কৌশল সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে BSEC ‘দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম’ গ্রহণ করেছে। BSEC’র এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এতে বিনিয়োগকারীরা উপকৃত হবেন। জ্ঞাননির্ভর বিনিয়োগ গোষ্ঠীর উপস্থিতির ফলে দেশের পুঁজিবাজার আরও গতিশীল হবে।

প্রিয় সুধী,

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার নানামুখী চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে ২০০৯ সালে আমরা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি।

বিএনপি-জামাতের দুঃশাসন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং পরের দুই বছরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দমননীতির ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ।

আমরা দায়িত্বভার গ্রহণ করে সবক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনি। মানুষের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে আসে। বিচক্ষণ নীতি ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হই। এতে সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকায় সাধারণ মানুষের জীবনমানের দৃশ্যমান উন্নতি হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন জিডিপির ভিত্তিতে বিশ্বে ৪৪তম। ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে ৩২তম। আর্থ-সামাজিক অধিকাংশ সূচকেই আমরা দক্ষিণ এশিয়ার এবং নিম্ন-আয়ের দেশগুলিকে ছাড়িয়ে গেছি।

বর্তমানে বিশ্বের ১৯৬টি দেশে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১০.৫ বিলিয়ন ডলার। ২০১৫-২০১৬ সালে বাংলাদেশ আয় করেছে ৩৪.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। রপ্তানির এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা জাতীয় রপ্তানি নীতি ঘোষণা করেছি। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বর্তমানে ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

আমরা ২০১০ সালে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করি। ইতোমধ্যে ৫৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করবে। এসব অঞ্চলে স্থাপিত কলকারখানায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় হবে।

দেশে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে চীন, জাপান ও ভারতের সাথে এ পর্যন্ত জি টু জি ভিত্তিতে ৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ বিরাজমান। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার ও শিল্প ইউনিটগুলোর জন্য আমরা অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মেয়াদে কর অবকাশ, শুল্কমুক্ত আমদানি ও রপ্তানি এবং সহজ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা। এসব সুবিধার কারণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য উৎকৃষ্ট। আমাদের রয়েছে দক্ষ জনশক্তি, যারা মানসম্পন্ন উৎপাদন কর্মকান্ডর মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পণ্যের ব্রান্ডিং তৈরিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ২২৩ কোটি ডলার। সম্প্রতি চীনের প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফরকালে ১৩.৬ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০২১ সালে আইটি সেক্টরে ১০ লাখ লোকের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির উপর পিপিপি'র ভিত্তিতে হাই-টেক পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। সারাদেশে স্থাপিত ৫ হাজার ২৭৫ টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে জনগণ ২০০ ধরনের সেবা পাচ্ছেন। চলতি বছরের মধ্যেই মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপনের লক্ষ্যে কাজ চলছে।

গত ৮ বছরে দেশে ১০৫টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি।

এ সবকিছু সম্ভব হয়েছে এদেশের মানুষের কঠোর পরিশ্রম আর সরকারের জন-বান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে।

সুধিমন্ডলী,

আমি আশা করি, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC), স্টক এক্সচেঞ্জ ও তালিকাভুক্ত কোম্পানীসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাজারের কর্মকান্ড স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে তুলবে। যা সেবা আর অবকাঠামো খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলা। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, উন্নয়নের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে মর্যাদাপূর্ণ আসন করে নিবে।

পরিশেষে বলতে চাই, বর্তমান সরকার পুঁজিবাজার উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। পুঁজিবাজার হবে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের এক নির্ভরযোগ্য উৎস।

আমি 'দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম' এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...